জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – মার্চ ২০১০/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* স্বাস্থ্য খাতে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে – জাতিসংঘ কর্মকর্তা
* খাদ্য সরবরাহ বাড়াতে পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার কারখানা ব্যবহার করবে ডবি-উএফপি
* পূর্ব জেরুজালেমে সহিংসতা, সবাইকে শান্ত থাকতে বানের আহ্বান
* জাতিসংঘের সর্বশেষ পোলিও টিকা খাওয়ানো অভিযানের আওতায় আসছে প্রায় ৮০ লাখ আফগান শিশু

স্বাস্থ্য খাতে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে – জাতিসংঘ কর্মকর্তা

১৮ মার্চ– এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছড়িয়ে পড়া এইচ১এন১সহ অতিমাত্রায় সংক্রামক ব্যাধির হুমকি মোকাবেলায় এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। জাতিংঘের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা আজ এ মন্তব্য করেন।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিযুক্ত জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (এসক্যাপ) নির্বাহী সচিব নোয়েলীন হেইজার বলেন, 'একটি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যতই শক্তিশালী ও কার্যকর হোক না কেন, পাশের দেশ যদি আক্রান্ত হয় তবে সে দেশ (সার্স ও এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো) মহামারি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

সিঙ্গাপুরে 'এশিয়ায় স্বাস্থ্য ও অ-স্বাস্থ্য খাতের প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ' শীর্ষক এক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'প্রতিবেশীর সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য না করে নিজের স্বাস্থ্য কখনোই ভালো রাখা সম্ভব নয়।'

মিজ. হেইজার এ অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি জনস্বাস্থ্য অবকাঠামো সমস্যা নিরসনে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং প্রতিষেধকসহ ওষুধপত্র সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, যে কারণে মানুষ অসুস্থ হচ্ছে এবং চিকিৎসা সেবা জরুরি হয়ে পড়ছে সে বিষয়টিতে মনোযোগ দেওয়াই প্রধান কাজ।

পররাষ্ট্রনীতি স্বাস্থ্য খাতে বৃহৎ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি উলে-খ করেন। যেমন-বাণিজ্য নীতি একটি দেশকে সাশ্রয়ীমুল্যের ওষুধ উৎপাদনে সক্ষম করে গড়ে তুলতে পারে অথবা স্বাস্থ্যকমীদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।

জাতিসংঘের ওই কর্মকর্তা বলেন, যেসব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী তাদের দুর্বল দেশের স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের হার, স্বাস্থ্যকমীর সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি একই মাত্রার সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করার মতো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দক্ষতা নিশ্চিত করতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

খাদ্য সরবরাহ বাড়াতে পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার কারখানা ব্যবহার করবে ডবি-উএফপি

১৭ মার্চ – স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা করতে এবং উক্ত এলাকার জনগণের নিকট খাদ্যপণ্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ গমের আটা উৎপাদনের জন্য পাকিস্তানের সংঘর্ষপীড়িত সোয়াত উপত্যকার আটটি কারখানার সঙ্গে চুক্তি করেছে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (ডবি-উএফপি)। ডবি-উএফপি আজ এ ঘোষণা দেয়।

পাকিস্তানে ডবি-উএফপির প্রতিনিধি ওলফগ্যাং হারবিঞ্জার বলেন, মানবিক সংকট শুরু হবার পর সংঘর্ষ ও খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্যের কারণে সোয়াত উপত্যকার অনেক মানুষের জীবনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও স্থানীয়ভাবে আটার উৎপাদন সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি আটার সহজলভ্যতা বাড়িয়ে দেবে।

সংঘর্ষ শুরুর আগেই বিশ্ববাজারে আটার দাম বাড়তি ছিল এবং ২০০৯ সালের গ্রীষ্মে সোয়াত উপত্যকায় সংঘর্ষ তীব্র হলে এর দাম আরও বেড়ে যায়। তাই স্থানীয়ভাবে আটা উৎপাদিত হলে এর দামের ক্ষেত্রে একটা স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। সোয়াত উপত্যকায় সংঘর্ষে ৩০ লাখের বেশি মানুষ গৃহহীন হয়েছে এবং তাদের অনেকে এখনো খাদ্য সাহায্য প্রয়োজন কেননা এখনো তাদের নিজ গ্রামে ফেরার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি।

ডবি-উএফপি ইতোমধ্যেই লাহোর, ইসলামাবাদ, পেশোয়ার ও রাওয়ালপিন্ডিতে আটার কারখানা চালু করেছে এবং আটার সঙ্গে পুষ্টি উপাদান যুক্ত করেছে। নতুন চুক্তির ফলে সংস্থাটির ব্যবহৃত স্থানীয় কারখানার সংখ্যা দাঁড়াবে ২৫টিতে। এসব কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক দুই হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি । নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি হলে এ উৎপাদন আরও বাড়বে।

পুর্ব জেরুজালেমে সহিংসতা, সবাইকে শান্ত থাকতে বানের আহ্বান

১৬ মার্চ – পুর্ব জেরুজালেমে আজ সংঘর্ষের পর মহাসচিব সব পক্ষকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা এ সংঘর্ষ নিরসনে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনকে আবারও সরাসরি আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে হবে।

পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী, ইসরায়েল গত সপ্তাহে পুর্ব জেরুজালেমে আরও এক হাজার ৬০০ নতুন বসতি স্থাপনের ঘোষণা দেওয়ায় এ সংঘর্ষের সুত্রপাত হয়। বান কি মুন এবং জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে নিয়ে গঠিত কূটনৈতিক পক্ষচতুষ্টয় ইসরায়েলের এ ঘোষণার নিন্দা জানিয়েছে।

মহাসচিব আজ নিউইয়র্কে তার মাসিক সংবাদ সম্মেলনে জোর দিয়ে বলেন, ‘আমি আগেও বলেছি, আবারও সরাসরি ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ওই বসতি স্থাপন অবৈধ।’

তিনি বলেন, তিন ধর্মের মানুষের কাছে পবিত্র নগরী জেরুজালেমের মর্যাদা রক্ষাই এ সমস্যা সমাধানের চুড়ান্ত পথ। ‘আমি সবাইকে সংযত ও শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি’।

পক্ষচতুষ্টয়ের পরবর্তী বৈঠকের জন্য বান কি-মুন আজ রাতে মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা করবেন। সেখানে তিনি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে এ ব্যাপারে কাজ করবেন এবং সংঘর্ষ নিরসনে দুই পক্ষকে আলোচনায় বসানোর চেষ্টা করবেন।

রাশিয়ার রাজধানী থেকে তিনি ইসরায়েল ও অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে যাবেন। গাজায় অপারেশন কাস্ট লিড শেষ হওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় পার হলেও এর পুনর্গঠনে ইসরায়েল যে বাধা দিচ্ছে তা তিনি সরেজমিনে দেখবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের রকেট নিক্ষেপ বন্ধের ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী তিন সপ্তাহ ধরে গাজায় অপারেশন কাস্ট লিড পরিচালনা করেছিল।

গাজা উপত্যকাকে অবরুদ্ধ করে রাখাকে ‘উল্টোফলদায়ক’ হিসেবে উলে-খ করে তিনি বলেন, এতে গাজার অধিবাসীদের উন্নত জীবন ও ঘুরে দাড়ানোর স্বপ্ন ধুলিস্যাত হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, তা ছাড়া অবরোধের ফলে উদারপন্থীর সংখ্যা কমে গিয়ে জঙ্গিবাদীদের উত্থান ঘটছে এবং বৈধ ব্যবসাবাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়ে চোরাকারবারকে উৎসাহিত করছে।

মহাসচিব জোর দিয়ে বলেন, ‘এ ঘটনা দুই পক্ষেরই শান্তিপুর্ণ ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সময় এখনই।’

জাতিসংঘের সর্বশেষ পোলিও টিকা খাওয়ানো অভিযানের আওতায় আসছে প্রায় ৮০ লাখ আফগান শিশু

১৫ মার্চ– আফগানিস্তানের পাঁচ বছরের কম বয়সী ৭৭ লাখ শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর লক্ষ্যে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো ও আফগান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তিনদিনব্যাপী টিকাদান অভিযান চালাচ্ছে।

ভারত, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ার মতো আফগানিস্তানেও রোগী পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এমন সংক্রামক রোগ মহামারি আকারে রয়েছে।

গতকাল ওই অভিযান শুরু হয়েছে। এ বছর এ নিয়ে দুইবার এ অভিযান চালানো হল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডবি-উএইচও), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ও আফগান জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ অভিযান চালাচ্ছে। একাধিক দিন জাতীয় টিকা দিবস পালন ও ঘরেঘরে টিকাদান প্রকল্প পরিচালনার ওপর ভিত্তি করে এ অভিযান চলছে। গত বছরও এ অভিযান চালানো হয়েছিল।

গত মাসেও একই ধরনের পোলিও টিকা খাওয়ানোর অভিযান চালানো হয়। এর লক্ষ্য ছিল ২৮ লাখ শিশুকে এ টিকা খাওয়ানো।

এদিকে আফগানিস্তানে জাতিসংঘ সহায়তা মিশনের (ইউএনএএমএ) নিলাব মোবারেজ আজ কাবুলে সাংবাদিকদের বলেন, নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও খারাপ এবং বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে এমন আশংকায় ডবি-উএইচও দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার প্রদেশে ওষুধের মজুদ বাড়াচ্ছে।

সংস্থাটির কাছে ইতোমধ্যেই ৮০ হাজার মানুষের তিন মাসের জন্য পর্যাপ্ত জরুরি ওষুধ মজুদ রয়েছে।

ইউএনএএমএ জানায়, পার্শ্ববর্তী হেলমান্দ প্রদেশে সম্প্রতি সামরিক অভিযান বেড়ে যাওয়ায় জাতিসংঘ সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং জরুরি ত্রাণ বৃদ্ধি করেছে।

ত্রাণ সমন্বয় বিষয়ক জাতিসংঘ দপ্তর (ওসিএইচএ) জানায়, জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের (ইউএনএইচসিআর) হিসাব অনুযায়ী ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চের মধ্যে হেলমান্দের মারজাহ শহর ও নাদ আলী জেলার ২৭৫ পরিবারের ২৭ হাজার ৭০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থাগুলো বলছে, বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর মধ্যে ৮৮ শতাংশ ইউএনএইচসিআর, ডবি-উএইচও ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচিসহ (ডবি-উএফপি) বিভিন্ন সংস্থার ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে।

**** ** ****